হারিয়ে যাওয়া পথে

রুদ্র চক্রবর্তী (জুনিয়র)

রুদ্র জুনিয়র আরোহী'র ফ্রন্টলাইনারদের একজন। অ্যাডভেঞ্চারের সবক্ষেত্রেই ওর ঝোঁক, বিশেষত পাহাড়কেন্দ্রিক যা কিছু আছে। ওর একটা অতিরিক্ত এলেম আছে, দারুণ ম্যাপ রিডিং করতে পারে। সে ব্যাপারে অন্যদের তালিম দিতেও পারে। জুনিয়র সাতজনের দল নিয়ে একটা পুরনো, অধুনা পরিত্যক্ত রাস্তায় ঘুরে এলো। এখানে সেই গল্পটা বলা হয়েছে। তবে এ-মুহূর্তে ও আর এক রুদ্র'র (বড়) সঙ্গে দেওটিব্বা পর্বতে সামিটের মহড়া দিচ্ছে। সবাই ওদের সাফল্য কামনা করছে।

ঘর ছেড়ে সাহস করে বাইরে ক'দিন অভ্যস্ত হতে আমাদের মনে হ'ল করোনা-কে হারিয়ে দিয়েছি। এবার ভাবলাম, একটু দূরে যাওয়া যেতেই পারে। সবাই বলছে, করোনা নাকি এত সহজে হারবে না। আমরা বলি, তাতে কী? বরং আমরাই হারিয়ে যাই। সেইমতো একটা রাস্তার খোঁজ শুরু হয়। বিস্তর বই ঘাঁটাঘাঁটি হ'ল, পথের খোঁজ জানে এমন লোকেদের সঙ্গে কথা হ'ল, ম্যাপ খুলে নিজেরাও দেখলাম। এত করে যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে, সিক্কিমে পেলিংয়ের উত্তরে মেলি-আছিং নামের এক প্রান্তিক জনপদ থেকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা সুন্দর হাঁটা পথ ছিল। এই পথ একদিন বজ্‌রেদাঁরা নামে একটি পাহাড়শির ছুঁয়ে চলে যেত সিংগালিলা এলাকার নানা দ্রষ্টব্য স্থানে। ম্যাপ স্টাডি করে আরও বুঝলাম, আমরা মেলি-আছিং গ্রাম থেকে পাহাড়ি স্পার ধরে সোজা সিংগালিলা গিরিশিরায় চলে যেতে পারি। ওখান থেকে একাধিক পছন্দের রাস্তা ধরে ইয়াকসোম হয়ে আবার পেলিং ফিরতেও পারি। সিক্কিমে আমাদের পরিচিত দুয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল যে মেলি-আছিং গ্রাম থেকে এই রাস্তাটা খুব চালু ছিল। শুধু স্থানীয়রাই নয়, বাইরের লোকেরা এই রাস্তা ধরে সিংগালিলা অঞ্চলে যেতো, একসময় নাকি সখের পদযাত্রীরা এই একই রাস্তায় HMI Base Camp পর্যন্ত যাতায়াত করত। স্থানীয়দের কাছে বড় আকর্ষন ছিল দূরের এক দেবী মন্দির। এর মানে রাস্তাটা তীর্থপথ হিসেবে অধিক ব্যবহৃত ছিল। যাক, পরে কোনও

কারণে সেই মন্দিরের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়, সেইসঙ্গে রাস্তার টানও হারিয়ে যায়। কেন জানিনা, এই রাস্তাটাই আমাদের বেশি করে টানে। অতএব, সেইমতো পরিকল্পনা করে ফেলি। সেইমতোই দল ঠিক হয়। এবং 'হারানো পথের খোঁজে' এই শিরোনামে যাত্রাপথ স্থির হয়ে যায়।

গোড়াতেই বাধা, এই রুটের ঠিকঠাক গাইড পাওয়া গেল না। বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে জনা চারেক পোর্টার পাওয়া গেল, যাদের মধ্যে একজন ওই দিকে কিছুটা গিয়েছিল কিছুদিন আগে। ওরাই ভরসা দিল। আমরাও দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়লাম।

২৮ শে নভেম্বর তিস্তা-তোর্সায় চেপে ২৯-এ ভোরবেলায় পৌঁছলাম এনজিপি স্টেশন। ট্রেন এক ঘন্টা লেট করলেও আমরা মোটামুটি সঠিক সময়ে দরকারি বাজার-হাট সেরে রওনা হয়ে গেলাম পেলিং-এর দিকে। দুপুরের মধ্যে রিম্বি নদীর ব্রিজ পেরিয়ে আরও কিছু ছুটে গাড়ি দাড়ালো মেলি-আছিং গ্রামে, ছোট্ট স্কুলমাঠের সামনে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম। তারপর আরও দু-আড়াই কিমি গাড়ি চেপে ওপরে কাঁচা রাস্তা ধরে যাই মেলি গুম্ফা পর্যন্ত। এখান থেকে হাঁটা শুরু হয়। একটানা পা চালিয়ে একঘন্টার আগেই পৌঁছে যাই 'তেরেং' জনপদে। রাস্তায় একাধিক ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড আছে, তবে জলের জায়গা নেই বলে অসুবিধা। তেরেং খুব ছোট গ্রাম, চার পাঁচখানা মাত্র বাড়ি। এখানে হাঁটাপথের পাশে একটা পাকা শেড করা আছে। ওটাকে ঘিরে আমরা টেন্ট খাটাই। এখানে ১২ থেকে ১৫ জনের দলও আরাম করে ক্যাম্প করতে পারে। পাশেই ভালো জলের ব্যবস্থা। মেলি-আছিং গ্রাম থেকে তেরেং অব্দি সারা রাস্তায় ডানদিকে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তার দুধারের সঙ্গীদের। গ্রাম থেকে আমাদের গন্তব্য বজ্‌রেদাঁরা টপ দেখা যায়। তেরেং গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা মোটামুটি চড়াই।

প্রথম দিনের হাঁটা শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে গেছিল। দ্বিতীয় দিনে অবশ্য ব্যাপার এত সোজা নয়। পথ তেমন লম্বা না হলেও চড়াই বেশ কঠিন। এদিনের গন্তব্য ভান্‌জুং। কিছুটা চলার পর রাস্তা চলে স্পার বা পাহাড়ের শির ধরে। সোজা পথে ঘন্টাখানেক চলার পর ৪ কিমি'র চড়াই। চড়াই ভেঙে ছোট্ট ক্যাম্প সাইট হল ভান্‌জুং। কোনও লোক বসতি নেই, তবে কিছুটা পাশে ছোট্ট জলের ধরা আছে।

আজ পথ লম্বা না হলেও চড়াই কিন্তু বেশ তেজি। পাহাড়ের স্পার ধরে প্রায় সাত কিমি হাঁটা। আগেই বলেছি ঘর-বাড়ি বলতে কিছু নেই, শুধু জল আছে আর তাঁবু লাগানোর জায়গা আছে। সারাদিনে রাস্তায় জল মেলে না। মাঝে একজায়গায় রাস্তাটা ভাগ হয়। একটা রাস্তা যায় নীচে টপুন গ্রামের দিকে, আর একটা ওপর দিয়ে এগিয়ে এই ক্যাম্পসাইটে (২৫৮০ মি)। স্পারের দুধারেই জঙ্গল, কোথাও শিরের ওপরেও ছড়িয়ে আছে জঙ্গল। মাঝে মাঝে সেই জঙ্গল বেশ ঘন। পাইন রডোডেন্ড্রনের ভিড় বেশি। মরশুম এলে ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় গোটা এলাকা। ক্যাম্প সাইট ছোট হলেও আশপাশের দৃশ্য চমৎকার। এখান থেকে বজ্‌রেদাঁরা টপ পরিষ্কার দেখা যায়। তবে বজ্‌রেদাঁরা প্রাচীরের বিশাল হাম্প কাঞ্চনজঙ্ঘা পরিবারকে চোখের আড়াল করে রাখে। এখান থেকে ওদিকের কোনও চূড়োই দেখা যায় না। তবে উলটোদিকে মেলি-আচিং ও খেচিপেরি গুম্ফা দেখা যায়, খেচিপেরি লেকও সুন্দর দেখা যায়।

সামনেও রাস্তাটা বেশ খাড়া। কেউ চাইলে বজ্‌রেদাঁরা পর্যন্ত খচ্চর নিয়ে যেতে পারে। ভাড়া খচ্চর প্রতি ৬০০ টাকা। তাছাড়া মেলি-আছিং গ্রাম থেকে সঙ্গে যাওয়ার লোক পাওয়া যায়।

তৃতীয় দিন। সাতসকালে ভানজুং ক্যাম্প গুটিয়ে বেরিয়ে পড়ি। শুরু থেকে একটানা চড়াই। তেমন বেদম করা কিছু নয়, ধীরে হেঁটেও ঠিক সময়ে পৌঁছনো যায়। বজ্‌রেদাঁরার অলটিচ্যুড এগারোহাজার ফুটের একটু বেশি। এ আসলে একটা হিলটপ। ওপরে তাঁবু ফেলার জায়গা আছে। জলও আছে, কিন্তু বেশ খানিকটা দূর থেকে আনতে হয়। এটা বাদ দিলে ভীষণ সুন্দর একলা জায়গা। আকাশ পরিষ্কার থাকলে চোখ মেলে দেখা যায় রাথোং, কোকথাং, কাব্রু-গ্রুপ, জানো ও পাণ্ডিম গ্রুপ অফ পিক্‌স। তবে সবার মাঝে সম্রাটের মতো হাজির থাকে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্বয়ং। আগেই বলেছি, জায়গাটা একলাই পড়ে থাকে। সচরাচর কেউ আসে না এখানে। গত দুবছরে হাতে গোনা স্থানীয় দু-চারজন হয়তো এসেছে।

রাস্তায় প্রচুর পাখি দেখা যায়, কোথাও দুয়েকটা, কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে। আর আছে ভাল্লুক। রাস্তা যদিও স্পার ধরে যায়, কিন্তু এখানেও দুদিকের ঢাল ঘন জঙ্গলে ছাওয়া। বুনোজন্তুর আদর্শ জায়গা, কেননা লোকের হাঁটাচলা খুব কম। ওরা আছে সেটা যেতে যেতে টের পেয়েছি, যদিও চোখে দেখিনি। বজ্‌রেদাঁরা থেকে গিরিশিরা (স্পার) আরও সামনে গিয়ে সিঙ্গালিলা রিজের সঙ্গে জুড়ে যায়। এদিকে কিছুটা এগিয়ে গেলে একজায়গায় রাস্তাটা বেশ অনেকটাই নেমে একটা ঝর্ণাতলায় নিয়ে যায়। জায়গাটার নাম কস্তূরী। সেটিকে বেড় দিয়ে রাস্তা আবার ওপরের স্পারে ফিরে আসে। ওই জায়গার নাম 'ছোটা দেওরালি'। দেওরালি বলতে সাধারণত পাহাড়শির বোঝায়, চড়াইপথ যেতে যেতে যেখানে সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায় পৌঁছে যায় সেটিই হ'ল দেওরালি। সিক্কিমের পাহাড়ি পথে এরকম কত দেওরালি যে আছে তার হিসেব নেই। আমরা যে ছোটা দেওরালির কথা বলছি তাকে স্থানীয়রা ছোটা দেবীস্থানও বলে। এটি কোন দেবীর আবাসস্থল তা জানা হয়নি।

একই রাস্তা ধরে আরও অন্তত ঘন্টা পাঁচ সিংগালিলার দিকে হেঁটে গেলে আসে বড়া দেবীস্থান। আমাদের ম্যাপে সেটি অবশ্য শুধু দেবীস্থান বলে চিহ্নিত। আমার ধারণা এখানকার এই দেবী খুব পপুলার কেউ নন, লোকাল গডেস্‌দের একজন কেউ হবেন। বজ্‌রেদাঁরা নিয়ে একটা গল্প চালু আছে। যারা বলে, তারা অবশ্য সত্য ভেবেই বলে। এমনিতে বজ্‌রেদাঁরা শব্দের মানে হ'ল, বজ্রপাতের পাহাড়-চূড়া। নামেই ব্যাপার অনেক পরিষ্কার। অনেকদিন আগে এই পাহাড়ের শিরে নাকি সাংঘাতিক বজ্রপাত হয়েছিল। সেটি এতটাই ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর ছিল যে গোটা জঙ্গলমহল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনার পরে নাকি এই নামটা আস্তে আস্তে লাগু হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, এখনও এখানে দাঁড়িয়ে থাকা কংকালসার গাছপালাগুলো এই গল্পটাকে সমর্থন করে।

উপরে কথিত দেওরালির পরেই রাস্তাটা সিংগালিলা রিজের সঙ্গে মিলে যায়। এবং কেউ চাইলে সিংগালিলা স্পার ধরেই বহুদূর পর্যন্ত চলে যেতে পারেন। বজ্‌রেদাঁরা থেকে হাঁটা শুরু করে মাঝে দুটি ক্যাম্প -স্টে করে পৌঁছে যেতে পারেন দাফেভির পাস। দাফেবির থেকে আবার বেশ কিছু অপশান থাকে। প্রথম পছন্দ উত্তরপূবে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে, আর দ্বিতীয় পছন্দ উলটোদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে সরে গিয়ে। দাফেবিরের কাছেই লামপোখ্‌রি ক্যাম্পসাইট, যার ঠিক নীচে দেখা যায় হন্‌সপোখ্‌রি, গায়ের ধারে লামপোখ্‌রি। পোখ্‌রি হ'ল হ্রদ বা লেকের নেপালি প্রতিশব্দ। সিংগালিলার দেশে এরকম অজস্র ছোটবড় লেক আছে। সেই সুবাদে এই এলাকায় ট্রেক-কে অনেকে লেক-ট্রেক বলেও জানে। যাই হোক, লামপোখ্‌রি থেকে একবেলায় দেখে আসা যায় টিমবং বা বিষ্ণু পোখ্‌রি লেক। এটি পুণ্যার্থীদের খুব পছন্দের রাস্তা। এখান থেকে এই সিংগালিলা শির ধরে দক্ষিণপশ্চিম দিকে হেঁটে ফোকটেডারা ফালুট সান্দাকফু হয়ে নেমে যাওয়া যায় মানেভঞ্জং, সুখিয়াপোখ্‌রি বা মিরিক। আবার মাঝে চুয়াভঞ্জং থেকে বাঁহাতি উৎরাইপথে চিত্রে হয়ে নামা যায় উত্‌রে বা পেলিং-এ। কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে দাফেবির থেকে গোমাথাং, ইয়াংসেপ, কোকলিং হয়ে রাথোং-ছু পেরিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় জোংরি, থানসিং বা গোচা-লা। উত্তরপূবে আর একটা রাস্তা তেগাপ-লা পেরিয়ে চলে যায় এইচ-এম-আই বেসক্যাম্প চৌরিখিয়াং। অতি অ্যাডভেঞ্চার-প্রেমীরা এই রাস্তায় সাহস করে কাং-লা বা রাথোং-লা পেরিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে। মোটকথা একবার এখানে এলেই অ্যাডভেঞ্চারের বিশাল সাতকাহন...!

আমরা সাতজনায় মিলে হারিয়ে যাওয়া রাস্তাট খুঁজতে গিয়েছিলাম। খুঁজে পেয়েছি বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গত দুয়েকটা কথা বলে রাখা ভালো। একদা প্রচলিত রাস্তাটা যদিও প্রায় পরিত্যক্ত, কেউ চাইলে কিন্তু চলে আসতে পারেন, খুব সহজেই পারেন। ঝামেলা বিশেষ নেই। তাঁবু ও কিছু সাধারণ সরঞ্জাম থাকলেই হবে। এখনকার ছেলেমেয়েদের অনেকেই সিংগালিলা এলাকায় ট্রেক করতে যায়। এটি তাদের খুব পছন্দের জায়গা। সিংগালিলার প্রবেশপথও অনেক। মরশুম এলে সবকটি রাস্তাতেই ট্রেকারদের ভিড় দেখা যায়। নির্জন নিরিবিলি ব্যাপারটা আর থাকে না। সেক্ষেত্রে এই হারিয়ে যাওয়া রাস্তাটা অধিক পছন্দের হবে। বিশ্বাস করুন - ভান্‌জুং, বজ্‌রেদাঁরা, দেবীস্থান হয়ে সিংগালিলার দেশে যাওয়া অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। একবার বেরিয়ে পড়লেই হ'ল!